শিহাব হত্যাকান্ড

ঘাতক রাজুর ডায়রী থেকে

লিখেছেন শাহজাহান আকন্দ শুভ

‘মাদ্রাসায় পড়ার সময় আমি গরু জবাই করতাম। সেখানকার পাঠ চুকিয়ে বেকার জীবনেও আমি অনেক গরু জবাই করেছি। জবাইয়ের পর লাল টকটকে রক্ত দেখাটা যেনো আমার নেশায় পরিণত হয়েছিল। মজাও পেতাম। গরু জবাইয়ের সেই অভিজ্ঞতাকে আমি কাজে লাগিয়েছি মানুষ খুন করে। আমি একজন খুনি। টাকার জন্য যে কারো গলায় ছুরি বসাতে দ্বিধা করি না। এতে আমার হাত একটুও কাঁপে না। যারা এ ঘটনা জানে তারা আমাকে ‘কসাই রাজু’ বলে ডাকে। এই পরিচয়ে পরিচিত হতেও আমার খুব ভালো লাগে। এই ডাক শুনলেই আমার মাথায় খুন চেপে যায়। শরীরে অসম্ভব শক্তি ফিরে আসে।’ এই সংলাপগুলো কোনো সিনেমা কিংবা নাটকের দৃশ্যের নয়। ভয়ঙ্কর এই কথাগুলো বলেছেন মতিঝিল মডেল স্কুলের ছাত্র শিহাব হত্যাকান্ডের নায়ক শরীফ মৃধা ওরফে রাজু।

সন্ত্রাসীরা কেড়ে নিল স্কুলছাত্র শিহাবকে

পুলিশ রাজুকে গ্রেপ্তার করতে না পারলেও উদ্ধার করেছে তার ব্যক্তিগত একটি ডায়েরি। তাতে রাজু লিখে প্রকাশ করেছে তার খুনি জীবনের নানা কথা। কেন, কিভাবে সে খুনের পথ বেছে নিয়েছে এর সবকিছুই গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে তার ডায়েরির পাতা খুলে। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা রাজুর হাতে লেখা ডায়েরির বক্তব্যে বিস্মিত হয়েছেন। হয়েছেন শিহরিত। এই ডায়েরির সূত্র ধরেই পুলিশ শিহাব হত্যাকান্ডের বহু অজানা তথ্য উদ্‌ঘাটন করছে। পুলিশ কর্মকর্তারা এ প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপকালে জানিয়েছেন, রাজুর বাসা থেকে উদ্ধার করা ডায়েরিটি এখন শিহাব হত্যাকান্ডের অন্যতম দলিল।

শিহাবের ঘাতক সাঈদ ও লিটন

মাদ্রাসা থেকে হাফেজ পাস করে বের হয়ে চাকরি না পেয়ে খিলগাঁওয়ের বনশ্রী এলাকার আব্দুর রশীদের পুত্র রাজু হতাশায় ভুগতে থাকে। অহেতুক আড্ডা জমিয়ে সময় কাটায় মহল্লার অন্যান্য বখাটে ছেলেদের সঙ্গে। আড্ডা দিতে দিতেই একসময় সে পা বাড়ায় অন্য সঙ্গীদের মতো ছিনতাই ও চাঁদাবাজিতে। এ নিয়ে তার পিতা-মাতার কাছে ছেলের অসৎ সঙ্গের বিষয়ে নালিশও আসে। এতে ক্ষুব্ধ হয় রাজুর মা-বাবা। তারা তাকে চরম গালমন্দ করে। আর টাকা উপার্জনের জন্যে কখনো কখনো তার সামনে থেকে ভাতের প্লেটও কেড়ে নিতো। দুর্ব্যবহার করে ঘর থেকে বের করেও দিয়েছে। এতে রাজুর মধ্যে জন্ম নেয় টাকা উপার্জনের তীব্র বাসনা। এই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটাতে রাজু বেছে নেয় বেপরোয়া জীবন। ছিনতাই, চাঁদাবাজি বাদ দিয়ে পরিকল্পনা আঁটে অপহরণ ও মানুষ খুনের। একদিন রাজু এই পরিকল্পনার কথা জানায় তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী লিটন, সাঈদ, রুবেল, সবুজ, রাসেল ও নাসিমকে। রাজুর টোপে রাজি হয়ে যায় তারা। এই অপরাধ সংঘটিত করতে রাজু বেছে নেয় তার পূর্ব পরিচিত শিল্পপতি দিলদার আহমেদের পুত্র শিহাবকে। পরিকল্পনা মোতাবেক রাজু সাইদকে একদিন পরিচয় করিয়ে দেয় শিহাবের সঙ্গে। পরিচয়ের সূত্র ধরেই সাইদ সাইকেলে চড়িয়ে, ক্রিকেট খেলার সাথী হিসেবে সঙ্গে দিয়ে কৌশলে ভাব জমিয়ে ফেলে তার সঙ্গে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি বিকেলে লিটন ও সাইদ শিহাবকে ক্রিকেট খেলা ও সাইকেল দেয়ার কথা বলে মডেল স্কুল গেট থেকে একটি রিকশায় তোলে। আসার পথে শাজাহানপুর আমতলিতে অবস্থিত ঢাক্কা বিরানী হাউজে তারা সিহাবকে লুডুলস খাওয়ায়। সাইকেল দেয়ার লোভও দেখায়। এরপর শিহাবকে সাইদ ও লিটন নিয়ে যায়। ২৮৭/২ সিপাহীবাগে অবস্থিত গণফোরাম নেত্রী জুলেখা মৃধার নির্বাচনী ক্যাম্পে। ওই ক্যাম্পে বসে রাজুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। মসজিদে মাগরিবের আজান শুরু হয়। এ সময় বাসায় ফেরার তাগাদা দেখিয়ে শিহাব রাজুকে বলে, টিপু ভাইয়া সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আব্বু-আম্মু চিন্তা করছে, আমাকে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে হবে। এই কথা ঠোঁটে থাকতেই রাজু তার সঙ্গীদের নিয়ে হিংস্র দানবের মতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিহাবের ওপর। রাজু ও তার সঙ্গীরা গলাটিপে ধরে শ্বাসরোধে করে শিহাবকে হত্যা করে। সঙ্গে সঙ্গে কিশোর শিহাবের দেহ নিস্তেজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর ঘাতকরা মৃতদেহ একটি টিন দিয়ে ঢেকে রেখে ক্যাম্পের কক্ষ তালা মেরে চলে যায় বাইরে। বাইরে

থেকে শলা-পরামর্শ করে তারা আবার ফিরে আসে সেখানে। তারপর চাপাতি আর ধারালো ছোরা দিয়ে রাজুর নেতৃত্বে ঘাতকরা দক্ষ কসাইয়ের মতো শিহাবের মৃতদেহ কেটে খন্ড খন্ড করে ফেলে। এই কাজ করার সময় ক্যাম্পে বিদ্যুৎ না থাকায় তারা মোমবাতি জ্বেলে নিয়েছিল। এই আলোতেই দেহের খন্ডিত অংশগুলো তারা লুকাতে তা ব্যাগে ভরে খিলগাঁওয়ের ৩টি স্পটে তা লুকিয়ে ফেলে। গ্রেপ্তারকৃত ঘাতক লিটনকে গোয়েন্দা দপ্তরে বসে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেন তারা শিহাবকে নির্মমভাবে হত্যা করলো। হত্যা না করেও তো তারা ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ চাইতে পারতো। জবাবে সে জানিয়েছে, শিহাব পূর্ব পরিচিত হওয়ায় ঘটনা পরবর্তীতে ফাঁস হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় তারা শিহাবকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। হত্যার পর তারা শিহাবের পিতা দিলদার আহমেদের কাছে ফোনে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। এতে শিল্পপতি দিলদার আহমেদ নিজ প্রিয় পুত্রকে উদ্ধারের জন্য ছুটে যায় মতিঝিল থানা পুলিশের কাছে। ৭ ফেব্রুয়ারি তিনি প্রথমে মতিঝিল থানায় একটি জিডি করেন। ১০ ফেব্রুয়ারি একই থানায় দায়ের করেন অপহরণ মামলা। কিন্তু মতিঝিল থানা পুলিশ শিহাবকে উদ্ধারে চরম অবহেলা করলে এক মাস পর এই মামলা তদন্তের ভার ন্যস্ত হয় গোয়েন্দা পুলিশের ওপর। গোয়েন্দা পুলিশ গত ১৩ মার্চ থেকে নগরীর বিভিন্ন জায়গায় ফাঁদ ফেলেন ঘাতক চক্রকে গ্রেপ্তারের জন্য। এজন্যে তারা বিভিন্ন জায়গায় ফোনে ট্রাপ করে হানাও দেয়। কিন্তু প্রতিবারই গোয়েন্দা পুলিশের অভিযান ব্যর্থ হতে থাকে। পরে অপহরণের ৫২ দিন পর পুলিশ পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সিপাহীবাগ টেম্পোস্ট্যান্ড থেকে ঘাতক লিটন ও সাইদকে গ্রেপ্তার করে। পরে দু'জনের স্বীকারোক্তি মোতাবেক তারা খিলগাঁও এলাকার ৩টি জায়গা থেকে শিহাবের অর্ধ গলিত খন্ড খন্ড লাশের টুকরা উদ্ধার করে। নিষ্পাপ শিহাবের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধারের সংবাদ পেয়ে মুহূর্তের মধ্যেই তার মা-বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এ খবর দ্রুত মতিঝিল মডেল স্কুলে ছড়িয়ে পড়লে সেখানে নেমে আসে শোকের ছায়া। পরবর্তীতে তাদের এই শোক পরিণত হয় বিক্ষোভে। তারা হত্যাকান্ডের বিচার ও খুনিচক্রকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে সমাবেশ, মৌন মিছিলও বের করেছে রাজধানীতে। সংবাদপত্রে শিহাব অপহরণ ও হত্যাকান্ডের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর এ নিয়ে তোলপাড় শুরু সর্বত্রই। ঘটনা জানার পর সবাই এই নৃশংসতায় ধিক্কার দিয়েছে। এ সময় চোখে কেউই পানি ধরে রাখতে পারেনি। কেউ কেউ বলেছে, সূত্রাপুরের চাঞ্চল্যকর জোড়া খুনের

একজন কমল মমিন

চল্লিশোর্ধ্বে কবি কমল মমিন ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন। মৃত্যুর আহ্বানকে সাড়া দিতেই যেন তার গ্রন্থ 'নিঃশব্দ মৃত্যুর প্রার্থনা'। এটি কোনো কাব্যগ্রন্থ নয়, এক ধরনের স্মৃতিচারণমূলক অনুভূতি ব্যক্ততার সংকলন। লেখাগুলোর শিরোনাম থেকেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব– আমার জলে লেখা নাম, এক টুকরো বইয়ের গল্প, রবীন্দ্র স্মৃতি, অন্যের চোখে, আমার প্রিয় শিশু, যেন মনে রাখি, আমার শ্যামলদা, বিদায় শ্যামলদা, নিঃশব্দ মৃত্যুর প্রার্থনা এবং শিউলি বন্ধন।

এক টুকরো বইয়ের গল্পে উঠে এসেছে খ্যাত-অখ্যাত লেখকদের হাজারো বইয়ের কথা। রবীন্দ্র স্মৃতিতে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকীতে লেখা ৭০ জন লেখকের স্মৃতি ও মূল্যায়নের ওপর লিখেছেন কমল মমিন। এসব লেখকের মধ্যে মাত্র তিনজন এখনও বেঁচে আছেন : অন্নদা শংকর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গীতা মুখোপাধ্যায়। আমার প্রিয় শিশুতে কমল মমিন নিজের শিশুকন্যা নির্জনের কথা বলতে গিয়ে পৃথিবীর সব সুন্দর শিশুর প্রসঙ্গে চমৎকারভাবে বলেছেন। ব্যক্তিগতভাবে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কমল মমিনের খুবই নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তবে এই সম্পর্কের নিবিড়তা ও পরস্পরের প্রতি যে হৃদ্যতা তা ফুটে উঠেছে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে তার দুটি লেখাতেই।

তবে বইটির সবচেয়ে মর্মস্পর্শী লেখা নিঃশব্দ মৃত্যুর প্রার্থনা। কৈশোরের একটি বেদনাদায়ক ঘটনা দিয়ে। মানুষের জীবনে মৃত্যুর চিন্তা কিভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাত্রায় বিস্তৃত হতে পারে এ লেখাটি তার একটি করুণ অথচ চমৎকার উদাহরণ। মৃত্যু প্রসঙ্গে বিভিন্ন লেখকের অভিজ্ঞতার কথাও লিখেছেন তিনি। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে আসায় একজন মানুষের জীবন কতোটা সমবেদনাময় ও যন্ত্রণাদগ্ধ হতে পারে এই লেখাটি পড়লে তা অনুভব করা যেতে পারে। লেখাটি শেষ হয়েছে এভাবে– 'প্রতিটি রাত আসে আমার কাছে মৃত্যুভয় নিয়ে। বাতাসে যখন পর্দা কেঁপে ওঠে খস খস শব্দে– আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। বিছানায় উঠে বসি। ঘুম আসে না। গৃহবন্দি নির্জনতার মধ্যে ভেসে ওঠে হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর মানুষদের মুখ। মনে হয় এমন জায়গায় পালিয়ে যাই যেখানে মানুষের ভাষা কেউ বোঝে না। মৃত্যু আসে নিঃশব্দে।'

মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে কয়জন মানুষ জীবনের কথা চমৎকারভাবে বলতে পারেন? কমল মমিন পেরেছেন। তিনি জীবনের কথা শোনাতেই ভালোবেসেছেন। জীবনের প্রতি তীব্র মমত্ববোধ তাকে জীবন বোধের ধারণাই যেন পাল্টে দিয়েছে। কমল মমিন ক্যান্সারকে জয় করে বেঁচে উঠুন– এ বইটি পড়লে এমন প্রার্থনাই মন থেকে বেরিয়ে আসে।

ভয়াবহতাকেও তা ছাড়িয়ে গেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ সরকারের বেশ কয়েকজন ঘটনা জানার পর ছুটে যান সন্তানহারা শিহাবের পিতা-মাতার কাছে। মন্ত্রীরা শিহাবের পিতা দিলদার আহমেদকে সান্ত্বানা দেন। আশ্বাস দেন খুনিদের গ্রেপ্তার করার। কিন্তু মন্ত্রীদের এ সান্ত্বনা আর আশ্বাস তাদের চোখের পানি ঠেকাতে পারেনি। থামাতে পারেনি কান্না। ছেলের শোকে দিলদার আহমেদ এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তার স্ত্রী এক রকম হারিয়ে ফেলেছেন নিজের বাকশক্তি। মাঝে মাঝে তিনি চিৎকার দিয়ে ওঠেন। আর উচ্চস্বরে বলেন, 'তোমরা আমার শিহাবকে ফিরিয়ে দাও।' যে কোনো মূল্যে হলেও তোমরা শিহাবকে আমার বুকে এনে দাও। এই কথা বলতে বলতে শিহাবের মা আবার আহাজারি করেন। চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে ফেলেন। তার সঙ্গে বাসায় উপস্থিত স্বজনরাও সন্তানহারা মাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেরাই হু হু করে কেঁদে ফেলেন। শিহাবের কলেজছাত্রী বোন ভাই হারিয়ে শোকে পাথর হয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে সেও অসুস্থ হয়ে গেছে। বীনা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে এ প্রতিনিধিকে বললেন, 'সাইকেল চালানো শিহাবের শখ ছিল। দুর্ঘটনা হতে পারে মনে করে আব্বু ওকে সাইকেল কিনে দিতে চায়নি। তাই ও আমাকে বলেছিল আপু তুমি আব্বুকে বলো না আমাকে একটি সাইকেল কিনে দিতে। আমি ওর ভালোর জন্যেই আব্বুকে বলিনি। সেই সাইকেল দেয়ার কথা বলেই ওরা আমার ভাইকে নিয়ে যায়। খুন করে।'

প্রিয় বন্ধুকে হারিয়ে শিহাবের সহপাঠী খেলার সাথী সবাই এখন শোকাহত। কেউ এই শোককে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। শিহাব হত্যাকান্ডের তদারকি কর্মকর্তা গোয়েন্দা পুলিশের এডিসি রুহুল আমিন (পিপিএম বার) ২০০০-এর সাথে আলাপকালে বলেছেন, পলাতক রাজু ও তার অন্য সহযোগীদের গ্রেপ্তারে গোয়েন্দা পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে। তিনি বলেন, খুনিদের পালানোর সব রাস্তা পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে। তাদেরকে গ্রেপ্তার হতেই হবে। তিনি আরো বলেছেন, 'আমাদের সব চেষ্টাই শিহাবকে উদ্ধারে কাজে লাগিয়েছিলাম। কিন্তু তাকে জীবিত উদ্ধার করতে না পেরে খুব কষ্ট পেয়েছি। শোক পেয়েছি। গোয়েন্দা কার্যালয়ে বর্তমানে গ্রেপ্তারকৃত ৪ জনকে ৭ দিনের রিমান্ডে এনে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পুলিশি জেরার মুখে গ্রেপ্তারকৃত লিটন ও সাইদ নিজেদের দোষ স্বীকার করেছে। তারা হাত জোড় করে পুলিশকে বলেছে, 'স্যার আমরা খুব অন্যায় করেছি। জীবনে এ অন্যায় যেনো আর কেউ না করে। এখন আমরা বুঝতে পারছি বেশি লোভ করা ভালো না। রাজুর কথামত লোভে পইড়া আমরা শিহাবকে খুন করছিলাম। আর লোভে পইড়াই মুক্তিপণের টাকা লইতে যায়ে ধরাও খাইছি। স্যার আমাগো শাস্তি দিন। কাইটা আমাগো শিহাবের নাহাল টুকরা টুকরা কইরা হালান।'